সফলভাবে শেষ হলো
সিলেট ই-বাণিজ্য মেলা

তুহিন মাহমুদ

তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় পৃথিবীর সবকিছুতে লেগেছে অনলাইনের ছোঁয়া। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে মিশে গেছে কমপিউটার ইন্টারনেটের নানা সুবিধা। এক্ষেত্রে আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য একটু দেরিতে হলেও ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন শুধু হাটে বসেই নয়, ঘরে বসেই কমপিউটার ইন্টারনেটের মাধ্যমে বেচাকেনা চলছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য আন্তর্জাতিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। উন্নত বিশ্বে অনেক আগেই ঘরে বসে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যাত্রা শুরু হলেও আমাদের দেশে খুব বেশি দিনের নয়। প্রচার-প্রচারণা ও জ্ঞানের অভাবে প্রসারিত হতে পারেনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্যের এ ক্ষেত্রটি। তবে ২-৩ বছর ধরে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ই-বাণিজ্য। সম্ভাবনাময় এ ক্ষেত্রটিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজন যথার্থ প্রচার ও সচেতনতা। আর এই প্রচার ও সচেতনতার কাজটি শুরু করেছে বাংলাদেশে কমপিউটার যন্ত্রটিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার আন্দোলনকারী তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক ম্যাগাজিন মাসিক কমপিউটার জগৎ।

গত ৭-৯ ফেব্রুয়ারি মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর আয়োজনে ঢাকায় দেশের প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। পরে এ মেলাকে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৪-৬ এপ্রিল সিলেটে অনুষ্ঠিত হয় দেশের দ্বিতীয় ই-বাণিজ্য মেলা ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা। 'ঘরে বসে কেনাকাটার উৎসব' স্লোগান নিয়ে আয়োজিত তিন দিনের এ মেলা সিলেট স্টেডিয়াম সংলগ্ন মোহাম্মদ আলী জিমনেশিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং সিলেট বিভাগীয় কমিশনারের পৃষ্ঠপোষকতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক 'সিলেট ই-বাণিজ্য মেলা ২০১৩ ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা'র আয়োজক ছিল সিলেট জেলা প্রশাসন ও মাসিক কমপিউটার জগৎ। এই মেলার প্লাটিনাম স্পন্সর ছিল এসএসএল কমার্জ, কমজগৎ টেকনোলজিস এবং গোল্ড স্পন্সর ইসুফিয়ানা, সিজে সফট।

সিলেট ই-বাণিজ্য মেলা ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৩ ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মেলার আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ তমাল

আয়োজনের উদ্দেশ্য

মেলার আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ তমাল বলেন, ই-বাণিজ্য দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের একটি সম্ভাবনাময় খাত। এর মাধ্যমে দেশের যেমনি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আনা যায়, তেমনি নাগরিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় অভাবনীয় গতিশীলতা। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রার এ যুগে ই-বাণিজ্য ছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্য করা অনেকটাই কঠিন। দেশে ই-বাণিজ্য সম্পর্কে জনসচতেনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যেগুলো বাংলাদেশে ব্যবসায় করছে, তাদের পণ্য ও সেবাকে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরাও এ মেলার লক্ষ্য। একই সাথে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা ই-বাণিজ্যের সাথে জড়িত তারা মেলাতে সম্মিলিত হয়ে যাতে এই বাণিজ্যকে প্রসারিত করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করাও প্রাধান্য পায়। গত ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় দেশের প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় কমপিউটার জগৎ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এই মেলাটি পর্যায়ক্রমে ছয়টি বিভাগে করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারই অংশ হিসেবে সিলেটে দেশের দ্বিতীয় ই-বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন

৪ এপ্রিল বেলা ১১টার দিকে ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান, সিলেট বিভাগীয় কমিশনার এনএম জিয়াউল আলম, সিলেট জেলা প্রশাসক খান মোহাম্মদ বিলাল, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব সুশান্ত কুমার সাহা, কমপিউটার জগৎ-এর সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু এবং মেলার সমন্বয়কারী মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন মাসুম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট ই-বাণিজ্য মেলার আহ্বায়ক ও কমপিউটার জগৎ-এর কারিগরি সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ তমাল।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, বহির্বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও অনেক আগে ই-বাণিজ্যের সূচনা হলেও তা বেশিদূর এগোতে পারেনি। এর মূল কারণ আমাদের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের যে পরিকল্পনা নিয়েছে, সেখানে ই-বাণিজ্যকেও বিবেচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়াও চলছে। আর ই-বাণিজ্যে অর্থ লেনদেন সহজ করতে অনেক দিন ধরেই সবার দাবি ছিল বাংলাদেশে প্যাপল আনা। আগামী দেড় মাসের মধ্যেই বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে প্যাপলের যাত্রা শুরু হবে। এছাড়া ই-বাণিজ্যের প্রসার ও সাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও কমপিউটার জগৎ এ মেলা বিভাগীয় শহরগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছে। আগামীতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ মেলা সম্প্রসারণ করা হবে।

সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান বলেন, সিলেট বাংলাদেশের একটি অন্যতম জেলা। অনেকে প্রবাসে বসবাস করছেন। ▸

এই বাণিজ্য মেলা প্রবাসীদের অনলাইনে কেনাবেচার ক্ষেত্রে আগ্রহী করবে। প্রবাসীরা বিদেশ থেকে তার প্রিয়জনদের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপহার কিনে দিতে পারবেন। এমন একটি সুন্দর আয়োজনের জন্য তিনি সিলেট সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে মাসিক কমপিউটার জগৎকে ধন্যবাদ জানান।

সিলেট বিভাগীয় কমিশনার এনএম জিয়াউল আলম বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় মানুষ এখন ঘরে বসেই সবকিছু পেতে চায়। আর এই কাজটিকে সহজ করেছে ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো। দেশে ই-বাণিজ্যকে সম্প্রসারণ করতে ই-বাণিজ্য মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই এ মেলাকে বাংলাদেশের বিভাগীয় পর্যায়ের পর জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও ছড়িয়ে দিতে হবে।

সিলেট জেলা প্রশাসক খান মোহাম্মদ বিলাল বলেন, এখনই সময় ই-কমার্স ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা। কমপিউটার জগৎ-এর সাথে যৌথভাবে এ মেলা আয়োজন করেছে সিলেট জেলা প্রশাসন। আগামীতেও এ ধরনের কার্যক্রমে আমরা সাথে থাকব।

আয়োজনে যা ছিল

তিন দিনব্যাপী ই-বাণিজ্য মেলায় ই-কমার্সের সাথে জড়িত দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য ও সেবা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরে। মেলায় মোট ৪৫টি স্টলে ৪৫টি প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করে।

সিলেটের ইউনিয়ন পর্যায়েও তথ্যপ্রযুক্তির এই সেবা পৌঁছে গেছে। কিন্তু ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অভাবের কারণে মানুষ পুরোপুরি সেবা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। সিলেটের অনেকেই জানে না ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে প্রকৃত অর্থে কোন কোন সেবা উন্মুক্ত আছে। সেই তথ্য ও সেবা সর্বস্তরের মানুষকে জানান দিতেই মেলায় অংশ নেয় সিলেটের ১২টি ইউনিয়নের তথ্য ও সেবাকেন্দ্র।

মেলার মাধ্যমে তথ্য ও সেবা কেন্দ্রগুলো তাদের যাবতীয় কার্যক্রম উপস্থাপন করে। তাদের দেয়া তথ্যমতে– ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল বিতরণ, ভূমি সংক্রান্ত সব ধরনের নকল পাওয়ার আবেদন, অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন, কৃষি কার্ডের ফরম পূরণ, মোবাইল ব্যাংকিং, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি দেশ-বিদেশে কল করা, কৃষি কর্মকর্তার সাহায্যে কৃষকদের কৃষি তথ্যসেবা, নাগরিকত্ব সনদ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সনদ তৈরি, সরকারি বিভিন্ন ফরম অনলাইনে পূরণসহ নানা ধরনের সেবা সার্বক্ষণিক উন্মুক্ত থাকে।

মেলায় অংশ নেয়া বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডেপুটি পোস্ট মাস্টার ফারুক আহমদ জানান, ডাক বিভাগ এখন অনেক উন্নত। প্রযুক্তির সব সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে কার্যক্রমে। ডাক বিভাগে খোলা আছে ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিস, যা এক মিনিটের মধ্যে দেশের যেকোনো প্রান্তে টাকা পাঠানো সম্ভব। জরুরি প্রয়োজনে দেশের ভেতরে টাকা লেনদেনের সর্বাধুনিক নিরাপদ ও দ্রুততম এই সেবা সিলেটের জেলা, উপজেলা ও সাব পোস্ট অফিসে পাওয়া যায়। এছাড়া আরও অনেক সেবা কার্যক্রম ডাক বিভাগে চালু রয়েছে। কিন্তু সেই সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারেনি। মেলার মাধ্যমে সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দ্রুততম সময়ে মানুষের কাছে পৌঁছানো লক্ষ্যে মেলায়ে ডাক বিভাগ অংশ নেয়।

মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। মেলা উপলক্ষে পণ্য ও সেবা ক্রেতাদের জন্য বিশেষ সুযোগের পাশাপাশি সচেতনতা গড়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করা হয়।

সেমিনার

ই-বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেলা চলাকালে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মেলার অংশ হিসেবে ৫ এপ্রিল শুক্রবার বিকেলে 'জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বক্তারা বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এখন অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। জেলা প্রশাসন অফিসগুলোতে ই-সার্ভিসের মাধ্যমে এখন সাধারণ জনগণ ঘরে বসে সেবা পাচ্ছেন। মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জেনে নিতে পারছেন তার আবেদনটি গৃহীত হয়েছে কিনা। ফলে মানুষের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবা পাওয়া সহজ হয়ে গেছে। এছাড়া এদিন সকালে ই-বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। এছাড়া সন্ধ্যায় ইউআইএসসির ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। মেলার শেষ দিন ৬ এপ্রিল শনিবার ক্যুইজ ও প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বিকেল ৩টায় বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক-বিডিওএসএনের আয়োজনে 'ই-কমার্সের খুঁটিনাটি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

সিলেট ই-বাণিজ্য মেলায় অনলাইন ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আপনজোনডটকম ও কমপিউটার জগৎ। ৩ এপ্রিল পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন দু'জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ক্যুইজের প্রশ্ন www.aponzone.com, www.facebook.com/ECommerceFair এবং www.facebook.com/comjagat-এ প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া ৪ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণে সরাসরি ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন দর্শনার্থীরা। বিজয়ীদের আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়।

খেলতে খেলতে পুরস্কার

যারা কমপিউটারে গেম খেলতে ভালোবাসেন তাদের জন্য 'গিগাবাইট গেমিং প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করে অর্পন কমিউনিকেশন লিমিটেড ও স্মার্ট টেকনোলজিস লিমিটেড। মেলা প্রাঙ্গণেই ১০০ টাকার বিনিময়ে নিবন্ধন করে যেকেউ এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন। নিড ফর স্পিড ও ফিফা ১৩ দুটি আলাদা ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন এরা। বিজয়ীদের নগদ ২০ হাজার টাকাসহ আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হয়। ▶

‘অনলাইন লেনদেনকে আস্থার জায়গায় নিয়ে যেতে হবে’

বাংলাদেশে অনলাইনে কেনাকাটার জন্য গেটওয়ে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান এসএসএল কমার্জ (www.sslcommerz.com.bd)। ২০০৯ সালের মে মাসে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের নেক্সাস কার্ড, ভিসা ও মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে ই-কমার্স ও ই-বিজনেসের জন্য এসএসএল পেমেন্ট গেটওয়ে হিসেবে কাজ শুরু করে এসএসএল কমার্জ। এটি একটি অনলাইন মার্চেন্ট পেমেন্ট গেটওয়ে। এর মাধ্যমে ই-কমার্স ব্যবসায়ীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাংলাদেশী টাকায় পেমেন্ট পেয়ে থাকেন। এসএসএল ওয়্যারলেস দেশের প্রথম কোম্পানি, যা এ ধরনের পেমেন্ট গেটওয়ে সেবা দিচ্ছে। প্রায় দুই বছর পরীক্ষামূলকভাবে এই সেবা দেয়া হয়। ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে ব্র্যাক ব্যাংক যুক্ত হয় এ পেমেন্ট গেটওয়ের সাথে। ২০১২ সালের প্রথম দিক থেকেই এসএসএল কমার্জ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। এ সময় প্রতিমাসে লেনদেনের প্রবৃদ্ধি হার ছিল ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। বর্তমানে দেশী-বিদেশী প্রায় ১২০টি ওয়েবসাইটে অনলাইনে কেনাকাটার সুবিধা যুক্ত করেছে এসএসএল কমার্জ। এর মধ্যে সবগুলো লোকাল এয়ারলাইন্স, ট্রাভেল এজেন্সি, ট্রেডিং, গিফট সাইট, অনলাইন টপআপ সাইটসহ বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট রয়েছে। খুব শিগগিরই আমাদের এ সেবার সাথে যুক্ত হচ্ছে স্কয়ার হাসপাতাল।

আনিসুল ইসলাম
প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা
এসএসএল কমার্জ

ই-কমার্স ওয়েবসাইট এবং প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে অনলাইনে কেনাকাটা বা লেনদেনে ঝুঁকি নেই বললেই চলে। আগামী দিনে কোডভিত্তিক সেবা কেনাকাটার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে এসএসএল কমার্জ। যেমন– মোবাইল ফোনের টকটাইম। এটা হাতে ধরে দেখার কিছু নেই। এর সাঙ্কেতিক নম্বরটাই আসল। ফলে এ ধরনের কেনাকাটা অনলাইনে দিন দিন বাড়বে বলে আশা করছি। এখন আমাদের আওতাধীন হচ্ছে ভিসা, মাস্টার কার্ড ও ডিবিবিএল নেক্সাস কার্ড। আর দিন দিন আমরা চেষ্টা করছি সব ব্যাংকের কার্ডগুলো আমাদের একই সেবায় নিয়ে আসতে। তাতে এ ধরনের সেবার মান আরও বেশি বিস্তৃত হবে। পাশাপাশি ই-বাণিজ্য সেবাদাতায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এসএসএল কমার্জ এসএসএল এনক্রিপশন সুবিধা দেয়। ফলে মার্চেন্ট এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্য থেকে তথ্য-উপাত্ত চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আশা করা হচ্ছে, শিগগিরই দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে থ্রিডি সিকিউর ও পিসিআই কমপ্লায়েন্স বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছে এসএসএল কমার্জ। গত তিন বছরে প্রতিমাসে গড়ে ৪০ শতাংশ হারে অনলাইন লেনদেন বেড়েছে।

অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ডে কেনার প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ। এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ব্যাংকে একটি কমপিউটার সার্ভার থাকে। যে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে কেনাবেচা করবে, তারা একটি সার্ভার ব্যবস্থাপনা রাখে। বিশেষভাবে তৈরি সফটওয়্যারের মাধ্যমে পুরো কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়। কোনো ক্রেতা যখন ওয়েবসাইটে ঢুকে পণ্য পছন্দ করবেন এবং এর জন্য অর্থ পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ক্লিক করবেন, তখন সে নির্দিষ্ট ব্যাংকের সার্ভারে চলে যান। ব্যাংকের সার্ভার থেকে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট অর্থ কেটে নেয়। ওই ব্যাংক দেশী না হলে পেমেন্ট গেটওয়ে থেকে নম্বরটি ভিসা কিংবা মাস্টার কার্ড নেটওয়ার্কে যায়। এখান থেকে নির্দিষ্ট ব্যাংকের অনুমতিক্রমে অনুমোদন দেয়। ব্যাংক ক্রেতার হিসাব থেকে অর্থ কেটে নিয়ে বিক্রেতার হিসাবে জমা করে দেয়। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে মিনিটখানেক সময় লাগে। আর ক্রেতার তথ্য যেনো সহজে যেকেউ সংগ্রহ করতে না পারে সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অনলাইন লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এইচটিটিপিএস প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, যা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক নিরাপদ। কিন্তু সচেতনতা না থাকায় ও না জানার কারণে অনেক কার্ড ব্যবহারকারী অনলাইনে কেনাকাটার ক্ষেত্রে ভয় পান। ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডে পণ্যমূল্য পরিশোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও খুব বেশি জোরালো নয়। তাই অনেকেই কার্ডে প্রয়োজনের বেশি অর্থ রাখতে সাহস পান না। কেননা কার্ডের মাধ্যমে যেকেউ কেনাকাটার সুবিধা পেতে পারেন। এজন্য গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট নম্বর কিংবা পাসওয়ার্ড প্রয়োজন পড়ে না। তবে বেশিরভাগ দেশেই কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটায় গ্রাহককে নিরাপত্তা কোড ব্যবহার করতে হয়। এতে কোড না জানলে একজনের কার্ডে অন্য কেউ কেনাকাটা করতে পারে না। আমরা এই বিষয়টি চালুর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে কয়েকবার আলোচনা করেছি। এটি সম্ভব হলে প্রতিটি লেনদেনের সময়ই গোপন পিন চাওয়া হবে। ফলে অন্যের কার্ড ও পাসওয়ার্ড জানা থাকলেও ওই পিন নম্বর না জানলে কেউ কেনাকাটা করতে পারবে না।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ৫০ লাখ ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী রয়েছেন। এর মধ্যে ব্র্যাক ব্যাংকের কার্ড রয়েছে ৮ লাখ এবং ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের কার্ড রয়েছে ২৭ লাখ। আর দেশের ২১টি ব্যাংক ইতোমধ্যেই অনলাইনে তাদের লেনদেন চালু করেছে। বিকাশ, এমক্যাশের মতো মোবাইল ব্যাংকিংও দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তাই অনলাইনে কেনাকাটার বিষয়ে সবাইকে সচেতন করতে পারলে সম্ভাবনাময় এ ক্ষেত্রটি অনেক এগিয়ে যাবে। আর সচেতন করার এ কাজটি করছে কমপিউটার জগৎ। তাদের আয়োজিত ই-বাণিজ্য মেলার মাধ্যমে অনেকেই অনলাইনে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ ও কেনাকাটা সম্পর্কে জানতে পারছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের দেয়া তথ্যমতে, এখন দেশে প্রতিমাসে ১০ কোটি টাকার মতো অনলাইন লেনদেন হচ্ছে।

সমাপনী অনুষ্ঠান

হরতাল সত্ত্বেও শনিবার মেলার তৃতীয় ও সমাপনী দিনে দর্শক সমাগম ছিল ব্যাপক। বিকেলে সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান। মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগীয় কমিশনার এনএম জিয়াউল আলম, সিলেট জেলা প্রশাসক খান মোহাম্মদ বিলাল, সহকারী জেলা প্রশাসক এজেডএম নুরুল হক, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক এসএম আশফাক হোসেন, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট ই-বাণিজ্য মেলার আহ্বায়ক ও কমপিউটার জগৎ-এর কারিগরি সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ তমাল।

তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। শিগগিরই আইসিটি পার্কের উদ্বোধন করা হবে। এক জায়গায় সব ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে

একত্র করার এ কাজটি শুরু হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথ অনেকটা এগিয়ে যাবে। ই-বাণিজ্যে দেশ অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। আমরা সরকারিভাবে ই-বাণিজ্যকে প্রসারের জন্য মেলাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ঢাকা ও সিলেটের পর দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহর থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ই-বাণিজ্য মেলাকে সম্প্রসারিত করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি সচিব তিন দিনের এ মেলা সফলভাবে সম্পন্ন করায় কমপিউটার জগৎসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধন্যবাদ জানান।

সিলেট বিভাগীয় কমিশনার এনএম জিয়াউল আলম বলেন, ই-বাণিজ্য মেলা সিলেটবাসীকে অনেক কিছুই দিয়েছে। মেলায় এসে সবাই জানতে পেরেছেন ঘরে বসেই কিভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ সব ধরনের কেনাকাটা করা যায়। সিলেটের প্রবাসীরা এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে বিদেশ থেকে প্রিয়জনকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ বিভিন্ন উপহার পাঠাতে পারবেন। তাই ই-বাণিজ্যসহ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নিতে সরকারি-বেসরকারিভাবে কাজ করে যেতে হবে।

সিলেট ই-বাণিজ্য মেলার আহ্বায়ক ও কমপিউটার জগৎ-এর কারিগরি সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ তমাল বলেন, সিলেটের ই-বাণিজ্য মেলা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সফল হয়েছে। আগামী রমজানের আগেই চট্টগ্রামে এ ▶

সমাপনী অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা থেকে বক্তব্য রাখেন সচিব নজরুল ইসলাম খান

সমাপনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট ডান থেকে সিলেট জেলা প্রশাসক খান মোহাম্মদ বিলাল, সিলেট বিভাগীয় কমিশনার এনএম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক এসএম আশফাক হোসেনসহ অন্যান্যরা

‘সঠিক সময়ে সঠিক পণ্য পৌঁছে দিতে কাজ করছে ই-সুফিয়ানা’

ই-সুফিয়ানা হচ্ছে একটি ব্র্যান্ড ওরিয়েন্টেড অনলাইন সুপার শপ। বাংলাদেশে অনলাইন কেনাকাটায় নতুন মাত্রা যোগ করতে ব্র্যান্ড ওরিয়েন্টেড প্রয়োজনীয় পণ্যের বিশাল সংগ্রহশালা নিয়ে এ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ই-সুফিয়ানা (eSufiana.com) যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শুরুর পর থেকেই আমরা ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। ই-সুফিয়ানার মাধ্যমে আপনি যেকোনো স্থানে বসে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা প্রয়োজনীয় পণ্যটি কিনতে পারবেন। বর্তমান বাজারে নকল কিংবা ভেজাল পণ্যের ভিড়ে আসল পণ্য পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই ই-কমার্সের মাধ্যমে ঘরে বসেই নিত্যপ্রয়োজনীয় আসল পণ্য ভোক্তার হাতে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছে ই-সুফিয়ানা। বাংলাদেশে আমরাই দিচ্ছি নিজস্ব সংগ্রহশালা থেকে আপনার পছন্দের আসল পণ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা। ই-সুফিয়ানার ঢাকার গ্রাহকদের কোনো ডেলিভারি চার্জ দিতে হয় না।

মীর শাহেদ আলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ই-সুফিয়ানা

ই-সুফিয়ানায় আপনারা পাবেন আপনার পছন্দের সব পণ্য, যা সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। এর মধ্যে রয়েছে প্রসাধনী, গয়না, লেডিস ব্যাগ, আন্ডার গার্মেন্টস, বডি স্প্রে এবং পারফিউম, শিশুদের পোশাক, স্কুল ব্যাগ, খেলনা, উপহার সামগ্রী, বই, হস্তশিল্প, ইলেকট্রনিক্স, মানিব্যাগ, বেল্ট, সেভিং সামগ্রী, ফটো অ্যালবাম, সানগ্লাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী।

যত দিন যাচ্ছে, মানুষের কর্মব্যস্ততা ততই বেড়েই চলেছে। কর্মব্যস্ততা বাড়ার পাশাপাশি তীব্র যানজটের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় কিছু কেনার জন্য শপিংয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। আবার গেলেও পণ্যের মান এবং রাস্তার বিপদ নিয়ে নানা ধরনের দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়। বর্তমানে অনলাইনে পণ্য কেনার বিষয়টি অনেক জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা করেন। ভোক্তাসাধারণের সব চিন্তা দূর করার জন্যই ই-সুফিয়ানা। যেখানে আপনি যেকোনো স্থানে বসে যেকোনো পণ্য কিনতে পারবেন। ই-সুফিয়ানার মাধ্যমে পণ্য কেনায় আপনি পাবেন সম্পূর্ণ নিরাপত্তা, নিরাপদ পেমেন্ট সিস্টেম ও সঠিক পণ্যের নিশ্চয়তা।

ই-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা অনেক। এরপরও কাজ করতে হবে। তবে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধতা হলো, আমাদের দেশের মানুষ এখনও ই-বাণিজ্যের সাথে খুব বেশি পরিচিত নয়। তবে দেশের মানুষ ধীরে ধীরে ই-কমার্স কী ও এর সুবিধা কী, তা বুঝতে শুরু করেছেন। এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশ সরকার, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বেসিসকে। বছরের শুরু থেকে আমরা তাদের যৌথ উদ্যোগে যে সেবা পেতে শুরু করেছি, তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। প্রশংসার যোগ্য দাবিদার কমপিউটার জগৎও। দেশব্যাপী ই-বাণিজ্যকে প্রসারের লক্ষ্যে কমপিউটার জগৎ যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা যুগান্তকারী। তারপরও আরও বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। পণ্য ডেলিভারিও একটি অন্যতম সমস্যা। আমরা ঢাকার মধ্যে নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ করছি। কিন্তু ঢাকার বাইরে পণ্য পরিবহন করা দুরূহ ব্যাপার। বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পণ্য পৌঁছানো সম্ভব হয় না। আমি মনে করি এ ক্ষেত্রে ডাক বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ডাক বিভাগ ও ই-কমার্স সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে পণ্য পৌঁছে দিতে পারি।

ই-কমার্সের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন, যার ফলে ভোক্তাসাধারণ সবাই ই-কমার্স এবং আমাদের ওপর আস্থা অর্জন করতে পারে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালাই দিতে পারে এ শিল্পে বিচরণের সুদৃঢ়প্রসারী পথনির্দেশিকা।

বর্তমান প্রতিযোগিতাময় বিশ্ব ও সময়স্বল্পতার যুগে আমরা মানুষকে সেবা দিতে এসেছি। ঘরে বসে আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন ধরনের পণ্য পাওয়ার ব্যবস্থা আমরা নিশ্চিত করতে চাই। পরিপূর্ণ সেবা দেয়ার মাধ্যমে ভোক্তার কাছে সঠিক সময়ে সঠিক পণ্যটি পৌঁছে দিতে চাই এবং আস্থা অর্জন করতে চাই সবার কাছে।

ধরনের মেলা আয়োজিত হবে। ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে এ মেলার আয়োজন করা হবে। আর বরাবরের মতো এ মেলার আয়োজক হিসেবে থাকবে কমপিউটার জগৎ।

সমাপনী অনুষ্ঠানের পর অতিথিরা ক্যুইজ, প্রোগ্রামিং ও ই-বাণিজ্য নিয়ে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন। এছাড়া র‍্যাফেল ড্রর বিজয়ীদের মাঝেও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সিলেটেও হবে আইটি পার্ক

সিলেটবাসীর জন্য অত্যন্ত সু-সংবাদ ছিল সিলেটে আইটি পার্ক হবে। আইসিটি, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশনস, ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি ইত্যাদি তথ্যপ্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ তৈরির জন্য বর্তমান সরকার গজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় ২৩১ একর ভূমির ওপর প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে হাইটেক পার্ক নির্মাণ করছে। ঢাকার আইটি পার্ক নির্মাণের পর সিলেটেও একটি আইটি পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতোমধ্যেই সিলেট আইটি পার্ক নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে বিমানবন্দরের পাশের একটি জায়গা পরিদর্শন করে গেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব এনআই খান। আশা করা যায়, শিগগিরই সিলেটে একটি আইটি পার্ক নির্মাণ করা হবে। মেলার সমাপনী দিনে এ তথ্যটিও সিলেটবাসীর কাছে পৌঁছে দেন এনআই খান।

আয়োজনের পেছনে যারা

ই-বাণিজ্য মেলার প্লাটিনাম স্পন্সর হিসেবে ছিল অনলাইন পেমেন্ট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান এসএসএল কমার্জ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান কমজগৎ টেকনোলজিস। গোল্ড স্পন্সর হিসেবে ছিল ই-সুফিয়ানা ও সিজে সফট। মেলার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করে অর্পণ কমিউনিকেশন লিমিটেড। এ ছাড়া ক্রিয়েটিভ পার্টনার হিসেবে ক্রিয়েটিভ আইটি লিমিটেড ও এখনি ডটকম, গেমিং জোন পার্টনার হিসেবে এএমডি গিগাবাইট, নলেজ পার্টনার হিসেবে বিডিওএসএন ও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, কমিউনিকেশন পার্টনার হিসেবে সফটকল, ব্লগ পার্টনার হিসেবে সামহোয়্যার ইন ব্লগ এবং ওয়েব পার্টনার হিসেবে ছিল বাংলানিউজ২৪ ডটকম। একই সাথে মেলার মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল দৈনিক সবুজ সিলেট, রেডিও টুডে, চ্যানেল এস ও এসসিএস। *(বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়)* ▶

অংশ নেয়া প্রতিষ্ঠান

তিন দিনের এ মেলায় অংশ নেয় এসএসএল কমার্জ, ই-সুফিয়ানা, কমজগৎ টেকনোলজিস, এখনি ডটকম, বগুড়ার দই, জেডকাইট৯, ওয়াওঅনলাইনশপ, অ্যাট২ক্লিকস, বিডিহাট, আপনজন, ওয়েবশহর (সিটিসেল), অ্যারামেক্স ঢাকা লিমিটেড, জোন ৮৩, বাংলাদেশ পোস্ট অফিস, কাশবন, দোহাটেক সিএ, রাইট ক্লিক সফটওয়্যার, রিবাই অনলাইন, ঐতিহ্য, ইশপসিলেট ডটকম, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, ইকোমেডিক্স প্রাইভেট লিমিটেড ও সিলেট ওমেন বিজনেস ফোরাম। এর মধ্যে সিলেটের ই-বাণিজ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবাদাতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হলো– সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, রাইট ক্লিক সফটওয়্যার, রিবাই অনলাইন, ঐতিহ্য ফ্যাশন, কাশবন-গিফট, সিলেট ই-শপ ডট। এছাড়া ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার পক্ষ থেকে সিলেট জেলা ই-সেবা কেন্দ্র ও সিলেট সদর, দক্ষিণসুরমা, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র অংশ নেয়।

ওয়েবেও ই-বাণিজ্য মেলা

এবারের মেলাকে সহজে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুকের মাধ্যমে মেলার বিভিন্ন আপডেট প্রকাশ করা হয়। ফেসবুকে www.facebook.com/ECommerceFair ঠিকানার পেজ লাইক করে আগ্রহীরা মেলার ছবি, ছাড়সহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য জানতে পারেন। এ ছাড়া মেলার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.e-commercefair.com থেকেও জানা যায় প্রয়োজনীয় তথ্য। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানসহ তিন দিনব্যাপী এ মেলার অনুষ্ঠান www.comjagat.com ওয়েবসাইটে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

প্রত্যাশা অনেক

উন্নত বিশ্বের প্রায় সব দেশে সনাতন ব্যবসায় পদ্ধতির বদলে ই-কমার্স হয়ে উঠেছে ব্যবসায়ের একমাত্র মাধ্যম। এর প্রধান কারণ, ই-কমার্স সবচেয়ে দ্রুতগতির ব্যবসায় পরিচালনার একটি মাধ্যম। এ পদ্ধতিতে যেকোনো ব্যবসায়ী তার ব্যবসার পণ্যকে পৃথিবীর সব দেশে পৌঁছে দিতে পারেন। বিশ্ববাজারে নিজ অবস্থান ধরে রাখার জন্য ই-কমার্স ছাড়া আধুনিক ব্যবসায় নেই বললে ভুল হবে না। ই-কমার্স হলো একমাত্র মাধ্যম, যার মাধ্যমে ব্যবসায়কে খুব দ্রুত বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া যায়। ধারণা করা হয়, পৃথিবীর সব ধরনের ব্যবসায়-বাণিজ্য এক সময় ই-কমার্সের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। আপাতদৃষ্টিতে ই-কমার্স বলতে শুধু ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে কোনো পণ্য বা সেবা কেনা বোঝালেও সত্যিকার অর্থে ই-কমার্স বাস্তবায়ন করার অর্থ হচ্ছে দেশব্যাপী এর সার্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করা। সর্বস্তরের মানুষের কাছে ই-কমার্স সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হলেই শুধু বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে ই-কমার্স বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে বলে প্রত্যাশা করেন মেলায় আসা দর্শনার্থীরা। তাদের প্রত্যাশা– অনলাইন লেনদেনের বিষয়টি শুধু বড় বড় শহরের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। গ্রামের সাধারণ মানুষ হয়তো ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করতে পারবে না, তবে একই অবকাঠামো ব্যবহার করে আরও সহজতর প্রযুক্তি নিয়ে তাদের কাছে যাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি ই-কমার্স সেবাগুলো শুধু গুটিকয়েক পণ্য বা সেবা কেনাবেচার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনে ই-কমার্সকে সম্পৃক্ত করা উচিত। আমাদের উচিত দ্রুত এ প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সবাইকে ই-কমার্সের আওতায় নিয়ে আসা। অন্যথায় আমরা বিশ্ববাজার হারাব। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পসহ বেশকিছু পণ্য এখনও বিশ্ববাজারে খুবই সমাদৃত। একে পুরোপুরি ই-কমার্সের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন, তা না হলে বিশ্ববাজারে নিজ অবস্থানে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এছাড়া আমাদের দেশে স্থানীয় বাজারের জন্য ই-কমার্সের ব্যাপক প্রচলন প্রয়োজন। তাহলেই সামগ্রিকভাবে সুফল বয়ে আনবে ই-বাণিজ্য কজ

ফিডব্যাক : bmtuhin@gmail.com

‘পণ্য সরবরাহে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেয় উপহার বিডি’

২০০৩ সালে ফুল বিক্রির মাধ্যমে উপহার বিডির (www.upoharbd.com) যাত্রা শুরু। এর মাধ্যমে ঘরে বসেই অনলাইনে প্রিয়জনের জন্য প্রিয় উপহারটি বাছাই করে কিনে নেয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এ প্রতিষ্ঠান আপনার বাছাই করা উপহার অর্ডারমাফিক আপনার প্রিয়জনের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়া। প্রথম দিকে সরাসরি বিক্রি করা হতো। এরপর ২০০৩ সালে অনলাইনে যাত্রা শুরু হয় উপহার বিডির। তখন বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট গেটওয়ে না থাকার কারণে এটি অস্ট্রেলিয়ার একটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিচালনা করা হতো এবং শুধু প্রবাসীদের অর্ডার নেয়া হতো। ২০১০ সালের শেষের দিকে ব্র্যাক ব্যাংকের পেমেন্ট গেটওয়ে যুক্ত হয় উপহার বিডি। এর ফলে বাংলাদেশে অবস্থানকারীরা সাইটটিতে অর্ডার করার সুযোগ পান। পরবর্তী সময়ে বিকাশসহ সব বাংলাদেশী ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকের ভিসা ও মাস্টারকার্ড ব্রান্ডেড ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড যুক্ত করা হয়। দেশের বাইরে থেকে অনলাইনে ভিসা, মাস্টার কার্ড, ডিসকভার, আমেরিকান এক্সপ্রেস, ডাইনারস ক্লাব, জেসিবি এবং ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ভিসা বা মাস্টার কার্ডের লোগোসহ আপনার নিজ মুদ্রায় অথবা মার্কিন ডলারে দাম পরিশোধ করতে পারেন। প্যাপলের মাধ্যমে অনলাইনে দাম পরিশোধ প্রক্রিয়াটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় ওয়েবসাইটটিতে।

আশরাফুজ্জামান খান
পরিচালক
উপহার বিডি ডট কম

সাইটটির মাধ্যমে অনলাইনে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে অর্ডার করা যায়।

উপহার বিডি তার প্রধান কার্যালয় থেকেই সারাদেশে পণ্য সরবরাহ করে থাকে। কাউকে কোনো উপহার পাঠাতে চাইলে আপনাকে প্রথমে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রার ও লগইন করে ভিউ বাস্কেট/চেক আউট অপশনে গিয়ে আপনার পছন্দের এক বা একাধিক পণ্য বাছাই করতে হবে এবং উপহার সামগ্রী যে ব্যক্তির কাছে সরবরাহ করতে হবে তার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি যথাযথভাবে পূরণ করে অর্ডার সাবমিট করতে হবে। পরবর্তী সময়ে একটি পেমেন্ট অপশন আসবে, যেখানে আপনি কিভাবে দাম পরিশোধ করতে চান তার তথ্য দিতে হবে। সাধারণত ৪৮ ঘণ্টা সময় হাতে রেখে অর্ডার দিতে হয়। তবে শুধু ঢাকা শহরে জরুরি ভিত্তিতে কয়েক ঘণ্টার ভেতরেও উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যই শুধু পৌঁছে দেয়া সম্ভব। আপনি ই-মেইল অথবা ফোনেও অর্ডার দিতে পারেন, চাইলে আপনি উপহার বিডির অফিসে এসেও সরাসরি চাহিদা জানাতে পারেন। আপনার অর্ডার দেয়া পণ্যটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছানোর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ই-মেইলে গ্রহীতা এবং পণ্যের ছবিসহ সরবরাহ তথ্য আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। উপহার বিডি দেশের বাইরেও উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেয়। তবে এ ক্ষেত্রে শুধু তৈরি পোশাক/শাড়ি এবং বইপত্র পৌঁছানো হয়। আন্তর্জাতিক ইএমএসের মাধ্যমে এ উপহার পাঠাতে সাধারণত ৫-৭ দিন সময় প্রয়োজন।

আমাদের শাড়ি, কামিজ এবং অন্যান্য আইটেমের নিজস্ব মজুদ আছে। আমাদের কোম্পানির আইডি ছবির সাথে স্থায়ী কর্মী আছে, যারা বিশ্বস্ততার সাথে পণ্য সরবরাহ করে। পণ্যের মান ও নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বসহ দেখা হয়। ঢাকার ভেতরে যেকোনো ডেলিভারির জন্য কোনো অতিরিক্ত চার্জ দিতে হয় না। এছাড়া দেশের যেকোনো স্থানে মোবাইল রিচার্জ পাঠানোর জন্য কোনো অতিরিক্ত চার্জ প্রযোজ্য নয়। ঢাকার বাইরে পণ্য সরবরাহের জন্য আপনাকে শুধু পরিবহন খরচ বহন করতে হবে। এছাড়া উপহার বিডি তাদের নিজ খরচে প্যাকিংসহ উপহারের সাথে পাঁচটি গোলাপ পাঠিয়ে থাকে।

ই-বাণিজ্যে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার যদি দশমিক ১ শতাংশও বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে ই-বাণিজ্যে অনেকাংশে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। সমৃদ্ধ হবে দেশের অর্থনীতি। বাংলাদেশে গিফট আইটেম নিয়ে ২ শতাধিক ওয়েবসাইটের নিবন্ধন রয়েছে। তবে কার্যকর রয়েছে মাত্র ২-৩টি। এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারণ সচেতনতা ও পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব। মানুষ তাদের ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংকের তথ্য চুরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনলাইনে কেনাকাটা করতে চান না। অনেকেই অনলাইনে কেনাকাটা সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না। এ বিষয়ে সরকারের সহযোগিতায় সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। তাহলে আমরা যারা উদ্যোক্তা আছি, তারা লাভের ফসল ঘরে তুলতে পারব।